সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পুনঃপ্রস্তাবিত আইন

প্রবেশন আইন, ২০২০

(খসড়া)

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

যেহেতু স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতিজাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আজীবন ,সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি , লালিতস্বপ্ন গরিবসামাজ ,মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক ,দুঃখী-িক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধশালী দেশ হিসাবে গড়িয়া তোলা;

যেহেতু জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও দেশের উন্নয়নে প্রতিটি সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো সমীচীন;

যেহেতু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের ধরণ ও মাত্রা এবং অপরাধী ব্যক্তিদের বিষয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হইয়াছে;

যেহেতু অপরাধে জড়িত ব্যক্তিকে সংশোধনের পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সম্পৃক্ত করা সম্ভব;

যেহেতু সংশোধনের নিমিত্ত কারাগারে অন্তরীণ রাখার বিকল্প ব্যবস্থা শক্তিশালী করা সময়ের দাবী; এবং

যেহেতু ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত THE PROBATION OF OFFENDERS ORDINANCE, 1960 (ORDINANCE NO.XLV OF 1960) যুগোপযোগী করা প্রয়োজন;

সেইহেতু THE PROBATION OF OFFENDERS ORDINANCE, 1960 (ORDINANCE NO.XLV OF 1960) রহিতপূর্বক নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল-

প্রবেশন (অপরাধী ব্যক্তি অথবা দোষী সাব্যস্ত শিশুর সংশোধন ও পুনর্বাসন) আইন, ২০২০

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—

(১) এই আইন প্রবেশন আইন, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।-বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) 'অধিদপ্তর' অর্থ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর;

(খ) 'অপরাধী' অর্থ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তি;

(গ) 'আদালত' অর্থ এই আইনের অধীন ক্ষমতা প্রয়োগে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোনো আদালত;

(ঘ) 'কমিউনিটি সার্ভিস (Community Service)' অর্থ একজন অপরাধী অথবা দোষী সাব্যস্ত শিশু কর্তৃক, ক্ষেত্রমত, কারাগারে যাওয়া অথবা আটকাদেশের পরিবর্তে আদালতের নির্দেশে অবশ্য করণীয় অবৈতনিক সামাজিক কল্যাণকর কাজকে বুঝাইবে;

(ঙ) 'চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন (Final Observation Report)' অর্থ ধারা ৬ উপধারা (৫) এ উল্লিখিত প্রবেশন অফিসার কর্তৃক আদালতে দাখিলকৃত চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন;

(চ) অর্থ 'দণ্ডবিধি'Penal Code, 1860 (Act No. LV of 1860);

(ছ) 'ধারা' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত ধারা;

(জ) 'নারী' অর্থ ধারা ৬ এ বর্ণিত কোনো 'নারী;

(ঝ) ‘প্রবিধি’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধি;

(ঞ) ‘প্রাক-আদেশ প্রতিবেদন (Pre-Order Report)’ অর্থ ধারা ৭ এ উল্লিখিত ‘প্রাক-আদেশ প্রতিবেদন’;

(ট) ‘প্রাক-দন্ডাদেশ প্রতিবেদন (Pre-Sentence Report)’অর্থ ধারা ৬ এবং ধারা ৯ এর উপধারা (৩(এ উল্লিখিত প্রতিবেদন ’দন্ডাদেশ-প্রাক‘;

(ঠ) ‘প্রবেশন’ অর্থ ধারা ৬ অথবা শিশু আইন উপধারা ৩৪ এর ধারা ২০১৩ ,(৬(এর অধীন কোনো ‘প্রবেশন’ আদেশ;

(ড) ‘প্রবেশন অফিসার (Probation Officer)’ অর্থ ধারা ১৬ এ উল্লিখিত কোনো প্রবেশন অফিসার;

(ঢ) ‘প্রবেশনার (Probationer)’ অর্থ ধারা ৬ অথবা শিশু আইন উপধারা ৩৪ এর ধারা ২০১৩ ,(৬(এর অধীন প্রবেশন আদেশপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;

(ণ) ‘প্রবেশন কার্যালয়’ অর্থ এই আইনের অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রবেশন অফিসারের জন্য নির্ধারিত কার্যালয়;

(ত) ‘প্রবীণ’ অর্থ জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩ এর অধীন অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত ৬০ (ষাট) বৎসর এবং তদূর্ধ্ব বয়সী কোনো ব্যক্তি;

(থ) ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তি’ অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর অধীন ধারা ৩ এ বর্ণিত যেকোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তি;

(দ) ‘প্রবেশনার উন্নয়ন কেন্দ্র’ অর্থ ধারা ২১ এর বিধান মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠান এবং ধারা ২২ এর বিধান মোতাবেক এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বা প্রত্যয়িত কোনো প্রতিষ্ঠান;

(ধ) ‘ফৌজদারী কার্যবিধি’ অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(ন) ‘বিধি’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(প) ‘বোর্ড’ অর্থ ধারা ২০ এ উল্লিখিত ক্ষেত্রমত, জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা অথবা শহর প্রবেশন বোর্ড।

(ফ) ‘বিশেষ আইন’ অর্থ ইতোমধ্যে প্রণীত ‘নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০’, ‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮’সহ প্রচলিত বিশেষ আইনসমূহ এবং ভবিষ্যতে যে সকল বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হইবে সেই সকল আইন; এবং

(ব) ‘মহাপরিচালক’ অর্থ সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ভ) ‘রিসোর্স ডিরেক্টরী (Resource Directory)’ অর্থ এই আইনের ধারা ২৫ এর উপধারা (২) এর অধীন প্রবেশন আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুনর্বাসনের সহিত সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি অথবা সংস্থার তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা সংরক্ষণ;

(ম) শিশু অর্থ শিশু আইন ২০১৩ এর ধারা ৪ এ বর্ণিত কোন ব্যক্তি

(য) ‘সংস্থা’ অর্থ The Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance, 1961 এর অধীন নিবন্ধিত কোনো সংস্থা;

(র) ‘হিজড়া ব্যক্তি’ অর্থ বাংলাদেশ গেজেট প্রজ্ঞাপন তারিখ ০৯ মাঘ ১৪২০/২২ জানুয়ারী ২০১৪ অনুযায়ী স্বীকৃত হিজড়া জনগোষ্ঠী এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রণীত ‘হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা’র অনুচ্ছেদ ২ এ সংজ্ঞায়িত ‘হিজড়া ব্যক্তি’।

৩। আইনের প্রাধান্য।- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রবেশনের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে: তবে শর্ত থাকে যে, শিশুর প্রবেশনের ক্ষেত্রে শিশু আইন, ২০১৩ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদালত এবং উহার কার্যপ্রণালী

৪। আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতসমূহ।-(১) নিম্নবর্ণিত আদালতসমূহ এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালত বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:-

(ক) বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ;

(খ) দায়রা জজ আদালত অথবা মহানগর দায়রা জজ আদালত;

(গ) অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত অথবা অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত অথবা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অথবা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত;

(ঘ) যুগ্ম দায়রা জজ আদালত অথবা মহানগর যুগ্ম দায়রা জজ আদালত অথবা অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অথবা অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত;

(ঙ) সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অথবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত;

(চ) জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট; এবং

(ছ) এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যেকোনো আদালত;

(২) সংশ্লিষ্ট আদালতের নিকট মূল শুনানী অথবা আপিল অথবা রিভিশনের জন্য, যেভাবেই উপস্থাপিত হউক না কেন, আদালত এই আইনের অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত নহে এইরূপ কোনো আদালত কর্তৃক কোন অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হয়, এবং উক্ত আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এই আইনের ধারা ৫ অথবা ধারা ৬ অথবা ধারা ৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত, সেইক্ষেত্রে উক্ত আদালত এতৎসম্পর্কে তাহার মতামত লিপিবদ্ধ করিবে এবং অপরাধীকে এক্তিয়ারভুক্ত আদালতের নিকট প্রেরণ করিয়া অথবা অপরাধীকে উক্ত আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শর্তাধীন অব্যাহতি অথবা প্রবেশন অথবা কমিউনিটি সার্ভিস মঞ্জুরের জন্য কার্যবিবরণী দাখিল করিবার আদেশ প্রদান করিবে, এবং উক্ত আদালত অতঃপর এইরূপে দন্ড অথবা আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যাহা তিনি প্রথম হইতে মামলাটি শুনানী করিলে প্রদান করিতেন এবং অধিকতর তদন্ত অথবা অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ প্রয়োজনবোধ করিলে, তিনি এইরূপ তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) এই আইনের ধারা ৫ অনুসারে শিশুর শর্তাধীন অব্যাহতির ক্ষেত্রে শিশু আদালত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৫। শর্তাধীন অব্যাহতি ইত্যাদি।-(১) যেইক্ষেত্রে কোনো আদালত, কোনো অপরাধী ব্যক্তি অথবা দোষী সাব্যস্ত শিশুর যাহার পূর্বে দন্ডিত হইবার কোনো প্রমাণ নাই, অনূর্ধ্ব দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত আদালত-

(ক) অপরাধী ব্যক্তি অথবা দোষী সাব্যস্ত শিশুর বয়স, চরিত্র, প্রাক-পরিচয় অথবা শারীরিক অথবা মানসিক অবস্থা; এবং

(খ) অপরাধের প্রকৃতি অথবা উক্ত অপরাধ সংঘটনে তাহার সংশ্লিষ্টতা বিবেচনা করিয়া তাহার উপর শাস্তি আরোপ করা যথাযথ নহে এবং প্রবেশন আদেশ প্রদান করা সমীচীন নহে মনে করিলে, উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, যথাযথ সতর্কীকরণ অথবা তিরস্কারের পর তাহাকে অব্যাহতি দানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, অথবা, উপযুক্ত মনে করিলে, অপরাধী ব্যক্তিকে অথবা দোষী সাব্যস্ত শিশুকে এই শর্তে অব্যাহতি দানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, অপরাধী ব্যক্তি অথবা দোষী সাব্যস্ত শিশু আদেশে উল্লিখিত সময় হইতে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে অনধিক এক বৎসর সময়ের জন্য সদাচরণের এবং কোনো অপরাধ না করিবার অঙ্গীকারে, জামিনদারসহ অথবা জামিনদার ব্যতিত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি মুচলেকা সম্পাদন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রবেশন অফিসার সময় সময় অথবা আদালত যেইরূপ সময় নির্ধারণ করিবে, সেইরূপ সময়ে আদালতে মুচলেকা প্রতিপালন সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত কোনো ব্যক্তি অথবা শিশুকে প্রদত্ত অব্যাহতির আদেশ, এই আইনে 'শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতির আদেশ' এবং এইরূপ আদেশে নির্ধারিত মেয়াদ 'শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতির মেয়াদ' হিসাবে অভিহিত হইবে ।

(৩) শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতির আদেশ প্রদানের পূর্বে, আদালত অপরাধী ব্যক্তি অথবা দোষী সাব্যস্ত শিশুর নিকট সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করিবে যে, যদি সে শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতির সময়কালে কোনো অপরাধ করে, অথবা অসদাচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে মূল অপরাধের জন্য আদালত দণ্ডাদেশ অথবা আটকাদেশ প্রদান করিবে এবং নতুন অপরাধের বিচার অব্যাহত থাকিবে।

(৪) অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা শিশুকে যে অপরাধের জন্য শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছিল, উক্ত ব্যক্তি অথবা শিশু যদি শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতির সময়কালে সেই অপরাধে কিংবা অন্য কোনো অপরাধে দণ্ডিত হয়, তাহা হইলে উক্ত আদেশ অকার্যকর হইবে।

৬। **কতিপয় মামলায় আদালতের প্রবেশন আদেশ প্রদানের ক্ষমতা**।-(১) যেক্ষেত্রে কোনো আদালত কর্তৃক-

(ক) কোনো পুরুষ ব্যক্তি দণ্ডবিধি (১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ৪৫নং আইন) এর ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত অপরাধসমূহ এবং মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অন্যান্য বিশেষ আইনের অধীন অন্যূন ৭ (সাত) বৎসরের কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধ ব্যতীত কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়; এবং

(খ) কোনো নারী ব্যক্তি দণ্ডবিধি (১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ৪৫নং আইন) এর ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত অপরাধসমূহ এবং মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ অথবা অন্যান্য বিশেষ আইনের অধীন অন্যূন ৭ (সাত) বৎসরের কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধ ব্যতীত কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়,

সেইক্ষেত্রে উক্ত আদালত অপরাধের প্রকৃতি, অপরাধীর চরিত্র, ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা এবং অপরাধ সংঘটনে তাহার সংশ্লিষ্টতা বিবেচনা করিয়া উক্ত ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক আদেশ প্রদানের পরিবর্তে একটি প্রবেশন আদেশ প্রদান সমীচীন মনে করিলে, যথাযথ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, অথবা ক্ষেত্রমত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রবেশন অফিসার কর্তৃক দাখিলকৃত প্রাক-দণ্ডাদেশ প্রতিবেদন বিবেচনাপূর্বক একজন প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে প্রবেশন আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত প্রবেশনকাল নারী ও পুরুষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে অন্যূন ১ (এক) বৎসর অথবা অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বৎসরের জন্য এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রবীণ ব্যক্তি ও হিজড়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে অন্যূন ৬ (ছয়) মাস অথবা অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসরের জন্য, আদেশে যেইরূপ নির্ধারিত হয়, নির্ধারণ করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, আদালত অপরাধীকে প্রবেশনাদেশ প্রদান করিবে না, যদি না অপরাধী নির্ধারিত সময়ে কোনো অপরাধ না করিবার, শান্তি বজায় রাখিবার এবং সদাচরণ করিবার এবং নির্দেশিত হইলে উক্ত সময়ে আদালতে হাজির হইবার এবং শাস্তিভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবার অঙ্গীকার সংবলিত কোনো মুচলেকা, জামিনদারসহ অথবা জামিনদার ব্যতীত, প্রদান করেন:

আরও শর্ত থাকে যে, আদালত এই ধারার অধীন কোনো প্রবেশন আদেশ প্রদান করিবে না, যদি না আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয়, উহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে অপরাধীর অথবা তাহার কোনো জামিনদারের, যদি থাকে, বসবাসের নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে অথবা একটি নিয়মিত জীবিকা রহিয়াছে এবং মুচলেকার সময়ে উক্ত স্থানে বসবাস করিবার অথবা জীবিকা নির্বাহ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং উহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে মুচলেকার সময়কালে বসবাস করিবার অথবা জীবিকা অব্যাহত রাখিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে:

আরও শর্ত থাকে, যে সকল অপরাধীর আদালতের অধিক্ষেত্রের মধ্যে তাহার অথবা তাহার কোনো জামিনদারের, যদি থাকে, বসবাসের নির্দিষ্ট স্থান নাই অথবা একটি নিয়মিত জীবিকা নাই এবং মুচলেকার সময়ে উক্ত স্থানে বসবাস করিবার অথবা জীবিকা নির্বাহ করিবার সম্ভাবনা নাই এবং উহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে মুচলেকার সময়কালে উক্ত স্থানে বসবাস করিবার অথবা জীবিকা অব্যাহত রাখিবার সম্ভাবনা নাই, সেইক্ষেত্রে আদালত এই ধারার অধীন উক্ত অপরাধীর প্রবেশন মঞ্জুরপূর্বক তাহার অবস্থানের জন্য কোনো প্রবেশনার উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রেরণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) প্রবেশন আদেশ প্রদানকালে আদালত প্রবেশন অফিসার কর্তৃক অপরাধীর তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ শর্তাবলী সন্নিবেশিত এবং অধিকন্তু অপরাধী কর্তৃক একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি অথবা অন্য কোন অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধকল্পে এবং তাহাকে একজন সৎ, পরিশ্রমী ও আইন মান্যকারী নাগরিক হিসাবে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অপরাধীর বাসস্থান, পরিবেশ, মাদকাসক্তি অথবা অন্য কোন অপরাধ হইতে বিরত রাখা এবং মামলার বিশেষ পরিস্থিতির নিরিখে অন্যান্য বিষয় আদালত যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ অতিরিক্ত শর্তাদিও মুচলেকায় যুক্ত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) যে অপরাধের জন্য প্রবেশন আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, সেই অপরাধ অথবা অন্য কোনো অপরাধের জন্য ঐ প্রবেশনার দণ্ডিত হইলে প্রবেশন আদেশ অকার্যকর হইবে।

(৪) আদালত প্রবেশন আদেশে প্রবেশনারের উন্নয়ন বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সময় নির্ধারণ করিয়া দিবেন এবং প্রবেশন অফিসার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৫) প্রবেশন অফিসার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রবেশনের মেয়াদ সমাপনান্তে সংশ্লিষ্ট আদালতে চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৬) আদালত, ক্ষেত্রমত, কোনো প্রবেশনারকে ধারা ৮ অনুসারে নির্ধারিত কমিউনিটি সার্ভিসে নিযুক্তির লক্ষ্যে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৭। **শিশুর প্রবেশন মঞ্জুর** (১) -**ইত্যাদি।** ,শিশুর প্রবেশন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে শিশু আইন ২০১৩ এর ধারা ৩৪ উপধারা এর-(৬) বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে ;

(২)শিশু আদালত শিশুর প্রবেশনকাল অন্যূন ৬ মাস অথ (ছয়)বা অনূর্ধ্ব ২ (দুই)বৎসরের জন্য অথবা আদেশে যেইরূপ নির্ধারিত হয় ;নির্ধারণ করিতে পারিবে ,

শিশুর কমিউনিটি সার্ভিস আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে (৩) এই আইনের ধারা ৮ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে;

এর ১১ শিশু অথবা শিশুর অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকার শর্ত পালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ধারা (৪) উপধারা) ৩ব্যতীত (খ) দফা (অন্যান্য শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৫) শিশু আইনের ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (৬) অনুযায়ী শিশু-আদালত কোন শিশুকে প্রবেশনে মুক্তিদানের আদেশ প্রদানকালে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে যথা:-

(ক) শিশুর বয়সের সঠিকতা যাচাই;

(খ) শিশুর স্বভাব-চরিত্র, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং পূর্ব ইতিবৃত্ত;

(গ) অপরাধের প্রকৃতি, অপরাধ সংঘটনের কারণ, পটভূমি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা;

(ঘ) শিশুর শিক্ষাগত যোগ্যতা;

(ঙ) শিশুর পরিবারের আর্থিক অবস্থা;

(চ) শিশুর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক পটভূমি;

(ছ) শিশুর মতামত;

(জ) প্রাক-আদেশ প্রতিবেদন।

(৬) প্রবেশনে মুক্তির আদেশপ্রাপ্ত শিশু আদেশে বর্ণিত সময় হইতে শিশু আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সদাচরণ এবং পুনঃঅপরাধ না করিবার অঙ্গীকারে জামানতসহ কিংবা জামানত ব্যতীত মাতা-পিতা, আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক অথবা উপযুক্ত ব্যক্তি বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরম এ একটি মুচলেকা সম্পাদন করিবে।

মাতা ও ঠিকানা অজ্ঞাত হইলে-শিশুর পিতা (৭)শিশু আদালত প্রবেশন মঞ্জুর করার পর শিশুকে প্রবেশনার উন্নয়ন কেন্দ্র অথবা ধারা ২১ উপধারা অনুযায়ী প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে (২) প্রেরণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৮। **কমিউনিটি সার্ভিস, আদেশ**যেই ক্ষেত্রে কোন (১) -**ইত্যাদি।** ,ো আদালত কোনো অপরাধী অথবা দোষী ,সাব্যস্ত শিশুকে ,যাহার পূর্বে দন্ডিত অথবা দোষী সাব্যস্ত হইবার কোনো প্রমাণ নাই ,লঘু মাত্রার অপরাধ) যেমন -সম্পত্তির ক্ষতিসাধন , ছোটখাটো চুরি, লঘু প্রকৃতির আঘাত, দোকান অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হইতে মালামাল চুরি, নেশাগ্রস্থ অবস্থায় গাড়ি চালানো , ছোটখাটো প্রতারণামূলক অপরাধএ (দোষী সাব্যস্ত করে -সেইক্ষেত্রে উক্ত আদালত ,

অপরাধের প্রকৃতিব্যক্তি ,র চরিত্রঘটনার পারিপার্শ্বিকতা এবং অপরাধ সঙ্ঘটনে তাহার সংশ্লিষ্টতা বিবেচনা করিয়া উক্ত ব্যক্তি , অথবা শিশুকেএকটি কমিউনিটি সার্ভিস আদেশ প্রদান ,তাৎক্ষণিক আদেশ প্রদানের পরিবর্তে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে , সমীচীন মনে করিলে যথাযথ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অথবা, ক্ষেত্রমতবিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রবেশন অফিসার কর্তৃক , দন্ডাদেশ প্রতিবেদন-দাখিলকৃত প্রাক অথবা শিশুর ক্ষেত্রে প্রাকআদেশ প্রতিবেদন- বিবেচনাপূর্বক একজন প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে কমিউনিটি সার্ভিস আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কমিউনিটি সার্ভিসের আদেশকাল অনূর্ধ্ব ১ বছর অথবা (এক) সংশ্লিষ্ট আদালত যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

আরও শর্ত থাকে যে;কমিউনিটি সার্ভিস আদেশ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুকূলে একবারের বেশি মঞ্জুর করা যাইবে না ,

আরও শর্ত থাকে যেকমিউনিটি আদেশপ্ ,রাপ্ত ব্যক্তি অথবা শিশু কমিউনিটি সার্ভিস আদেশ পালনে ব্যর্থ হইলে আদালতমূল , অপরাধের জন্য তাহাকে দন্ডিত অথবা দোষী সাব্যস্তকরণ আদেশ করিবেএবং এইক্ষেত্রে কমিউনিটি সার্ভিস আদেশ বাতিল , হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট আদালতের আদেশক্রমে, কোন দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি অথবা শিশুকে প্রবেশন অফিসার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ‘উপযুক্ত কমিউনিটি সার্ভিস’ এর ব্যবস্থা করিবে;

,আদালত কর্তৃক কমিউনিটি সার্ভিস আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা শিশুর বিষয়ে সময় সময় অথবা আদেশে যেইরূপ নির্ধারিত হয় (৩) বিধিদ্বারা নির্ধারিত ,প্রবেশন কর্মকর্তা পদ্ধতিতেআদালতে প্রতিবেদন দাখিল করিবে এবং উহার অনুলিপি বোর্ড ও অধিদপ্তরে , প্রেরণ করিবে।

৯। শর্তাধীন অব্যাহতি, প্রবেশন মঞ্জুর ইত্যাদির জন্য আবেদন।-(১) ধারা ৫ ও ধারা ৬ এর প্রাসঙ্গিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অপরাধী ব্যক্তি অথবা দোষী সাব্যস্ত শিশু অথবা তাহার আইনজীবী অথবা আইনগত প্রতিনিধির মাধ্যমে অথবা অন্য কোনোভাবে কোনো মামলায় দোষী সাব্যস্ত অথবা দন্ড সম্পর্কে অবগত হইয়া প্রবেশন অফিসার, উক্ত অপরাধী ব্যক্তি অথবা শিশুর শর্তাধীন অব্যাহতি অথবা প্রবেশন মঞ্জুরের জন্য বিচারিক আদালতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারিক আদালত, ধারা ৫ অনুসারে শর্তাধীন অব্যাহতি অথবা ধারা ৬ অনুসারে প্রবেশন অথবা ধারা ৮ অনুসারে কমিউনিটি সার্ভিস মঞ্জুর করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যেআদালত প্রবেশন মঞ্জ ,ুর আদেশের অনুবৃত্তিক্রমে ধারা ৮ অনুসারে কমিউনিটি সার্ভিস পালন করার জন্য আদেশ করিতে পারিবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট আদালত অধিকতর অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ‘প্রাক দণ্ডাদেশ প্রতিবেদন’ দাখিল করিবার জন্য প্রবেশন অফিসারকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১০। ব্যয় নির্বাহ ও ক্ষতিপূরণের আদেশ।- (১) অপরাধী ব্যক্তি অথবা দোষী সাব্যস্ত শিশুকে ধারা ৫ এর অধীন শর্তাধীন অব্যাহতি অথবা ধারা ৬ এর অধীন প্রবেশন আদেশ প্রদানকারী আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করিলে অপরাধীকে সংঘটিত অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা আহত ব্যক্তিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের এবং মামলার ব্যয় নির্বাহের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

২) একই অপরাধের সহিত সম্পর্কিত পরবর্তীকালে কোন দেওয়ানী মামলা অথবা কার্যক্রমে ক্ষতিপূরণ অথবা ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণকালে উক্ত মামলা অথবা কার্যক্রম পরিচালনাকারী আদালত উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধকৃত অথবা আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ সমন্বয় করা হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধিতব্য অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৮৬ ও ৩৮৭ এর বিধান অনুসারে জরিমানা হিসাবে আদায় করা যাইবে।

১১। মুচলেকার শর্ত পালনে ব্যর্থতা।- (১) ধারা ৫ ও ধারা ৬ এর অধীন মুচলেকা গ্রহণকারী আদালতের নিকট যদি ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে অথবা প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদন বিবেচনায় প্রতীয়মান হয়, অপরাধী তাহার মুচলেকায় বর্ণিত কোনো শর্তপালনে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত আদালত তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা জারী করিতে পারিবে অথবা উপযুক্ত মনে করিলে অথবা অপরাধী এবং তাহার জামিনদারগণকে, যদি থাকে, সমনে উল্লিখিত সময়ে উহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য সমনজারী করিতে পারিবে।

(২) যদি অপরাধীকে উপ-ধারা (১) এর অধীন যে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় অথবা অপরাধী স্বয়ং উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আদালত তাহাকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে প্রেরণ করিতে পারিবে অথবা শুনানির তারিখে উপস্থিতির জন্য, জামিনদারসহ অথবা জামিনদার ব্যতীত, মুক্তি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) যদি আদালত, মামলা শুনানি শেষে, এই মর্মে সন্তুষ্ট হয়, অপরাধী ধারা ৬ এর উপধারা (২) এর অধীন আরোপিত শর্তাদিসহ মুচলেকার কোনো শর্ত প্রতিপালনে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে তাৎক্ষণিকভাবে-

(ক) পূর্বে আরোপিত শর্তসহ নতুন শর্ত সংযোজনপূর্বক প্রবেশন বহাল রাখিবে অথবা, ক্ষেত্রমত, প্রবেশনের মেয়াদ বৃদ্ধি করিবে; অথবা

(খ) মুচলেকার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখিয়া, তাহার উপর অনূর্ধ্ব পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে; অথবা

(গ) মূল অপরাধের জন্য তাহাকে দণ্ডিত করিবে এবং এই ক্ষেত্রে প্রবেশন আদেশ বাতিল হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর অধীন আরোপিত জরিমানার টাকা যদি আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধ করা না হয়, তাহা হইলে আদালত অপরাধীকে মূল অপরাধের জন্য দণ্ডিত করিতে পারিবে।

১২। আপিল ও রিভিশনের ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা।-যেক্ষেত্রে কোনো অপরাধের জন্য অপরাধী ব্যক্তি অথবা শিশুকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ধারা ৫ এর অধীন প্রদত্ত শর্তাধীন অব্যাহতি আদেশ অথবা ধারা ৬ এর অধীন প্রদত্ত প্রবেশন আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল অথবা রিভিশন দায়ের করা হয়, সেইক্ষেত্রে, আপিল অথবা রিভিশন আদালত বিধি মোতাবেক যে কোনো আদেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা ধারা ৫ অথবা ধারা ৬ এর অধীন প্রদত্ত আদেশ বাতিল অথবা সংশোধন করিতে পারিবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো আপিল অথবা রিভিশন আদালত অপরাধী ব্যক্তিকে দণ্ড অথবা আটকাদেশ প্রদানকারী মূল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দন্ডের অধিকতর কোনো দণ্ড প্রদান করিবে না।

১৩। জামানত ও মুচলেকায় বিধির বিধানাবলীর প্রয়োগ।-এই আইনের অধীন গৃহীত মুচলেকা অথবা জামানতের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ১২২, ৪০৬এ, ৫১৪, ৫১৪এ, ৫১৪বি এবং ৫১৫ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১৪। প্রবেশনের শর্তাবলীর ভিন্নতা।-(১) ধারা ৬ অথবা শিশু আইন ২০১৩ এর ধারা ৩৪ উপধারা (৬) এর অধীন প্রবেশন আদেশ প্রদানকারী আদালত যে কোনো সময়, প্রবেশনাধীন যে কোনো ব্যক্তি অথবা প্রবেশন অফিসারের আবেদনক্রমে অথবা স্বপ্রণোদিত হইয়া, উক্ত ধারার অধীন গৃহীত কোনো মুচলেকায় ভিন্নতা আনয়ন প্রয়োজন মনে করিলে, প্রবেশনারকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য সমন জারী করিতে পারিবে এবং তাহাকে মুচলেকায় কেন ভিন্নতা আনয়ন করা হইবে না উহার কারণ দর্শানোর যথাযথ সুযোগ প্রদান করিয়া মুচলেকার মেয়াদ বৃদ্ধি অথবা হ্রাসকরণের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো শর্ত পরিবর্তন করিয়া অথবা নতুন কোনো শর্ত সংযোজনপূর্বক মুচলেকায় ভিন্নতা আনয়ন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অবস্থাতেই মুচলেকার মেয়াদ মূল আদেশের তারিখ হইতে ছয় মাসের নিম্নে অথবা মোট তিন বৎসরের উর্ধ্বে হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে মুচলেকায় এক অথবা একাধিক জামিনদার থাকিবে, সেইক্ষেত্রে উক্ত এক অথবা একাধিক জামিনদারের সম্মতি ব্যতীত মুচলেকায় কোনোরূপ পরিবর্তন করা যাইবে না;

যদি উক্ত এক অথবা একাধিক জামিনদার এইরূপ পরিবর্তনে সম্মতি প্রদান না করেন, তাহা হইলে আদালত প্রবেশনারকে, এক অথবা একাধিক জামিনদারসহ অথবা জামিনদার ব্যতীত, নূতন মুচলেকা প্রদান করিতে নির্দেশ প্রদান করিবে।

(২) আদালত, প্রবেশন অফিসারের আবেদনক্রমে অথবা স্বপ্রণোদিত হইয়া, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয়, প্রবেশনারের আচরণ সন্তোষজনক এবং তাহাকে প্রবেশনাধীনে রাখিবার প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত প্রবেশন আদেশ ও মুচলেকা নিষ্পত্তি (Disposed off) করিতে পারিবে।

১৫। শর্তাধীন অব্যাহতি ও প্রবেশনের ফলাফল।- (১) যে অপরাধের জন্য অপরাধী ব্যক্তি অথবা শিশু দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে, যাহার জন্য ধারা ৫ অনুসারে শর্তাধীন অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে অথবা ধারা ৬ অনুসারে প্রবেশনে রাখা হইয়াছে, এতৎসংক্রান্ত উক্ত মামলার কার্যধারা অথবা ভবিষ্যতে এই আইনের বিধান অনুসারে পরবর্তী যে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে সেইক্ষেত্র ব্যতীত, অন্য কোনো ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) ধারা ৮ অনুসারে কমিউনিটি সার্ভিস আদেশপ্রাপ্ত অথবা ধারা ৫ অনুসারে শর্তাধীনে অব্যাহতিপ্রাপ্ত অথবা ধারা ৬ অনুসারে প্রবেশনের আওতাধীন ব্যক্তি অথবা শিশুর বিরুদ্ধে পরবর্তীতে আইনগত কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হইলে সেইক্ষেত্র ব্যতীত, অন্য কোনো ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত বলিয়া গণ্য হইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, যে অপরাধের জন্য অপরাধী ব্যক্তি অথবা দোষী সাব্যস্ত শিশুকে শর্তাধীন মুক্তির আদেশ প্রদান করা হইয়াছে অথবা তাহাকে প্রবেশনাধীনে রাখা হইয়াছে, সে যদি পরবর্তীকালে একই অপরাধের জন্য দণ্ডিত অথবা দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে এই উপধারার বিধানাবলী উক্ত অপরাধী ব্যক্তি অথবা শিশুর জন্য প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) এই ধারার বিধানাবলী ক্ষুন্ন না করিয়া, কমিউনিটি সার্ভিস আদেশপ্রাপ্ত অথবা শর্তাধীনে অব্যাহতিপ্রাপ্ত অথবা প্রবেশনার অথবা প্রবেশন হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা শিশুকে প্রচলিত কোনো আইনের অধীন কোনো অপরাধে দণ্ড প্রদানে অনুপযুক্ত করিবে না অথবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না অথবা এইরূপ কোনো অনুপযুক্ততা অথবা প্রতিবন্ধকতা আরোপ করিবার এক্তিয়ার থাকিবে না।

(৪) এই ধারার বিধানাবলী নিম্নরুপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না-

(ক) কোনো অপরাধী ব্যক্তি অথবা দোষী সাব্যস্ত শিশুর শাস্তির বিরুদ্ধে আপিলের অধিকার অথবা সেই অপরাধের কারণে পরবর্তীকালে আনীত কার্যক্রমের উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করিবার ক্ষেত্রে; এবং

(খ) কোনো অপরাধী ব্যক্তি অথবা দোষী সাব্যস্ত শিশুর শাস্তির ফলে কোনো সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রবেশন অফিসার, দায়িত্ব-কর্তব্য, ইত্যাদি

১৬। প্রবেশন অফিসার।- (১) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ক্ষেত্রমত, প্রত্যেক জেলা, উপজেলা এবং মহানগর এলাকায় এক বা একাধিক প্রবেশন অফিসার নিয়োগ করিবে।

(২) কোনো এলাকায় প্রবেশন অফিসার নিয়োগ না করা পর্যন্ত সরকার, প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব পালনের জন্য, অধিদপ্তরে এবং উহার নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় কর্মরত সমাজসেবা অফিসার অথবা সমমানের অন্য কোনো অফিসারকে প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে।

১৭। প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ:

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সমানুভূতি (Empathy) ও যথাযথ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিবেন এবং মনযোগ সহকারে শ্রবণ, নিবিড় পর্যবেক্ষণ, যথোপযুক্ত প্রশ্ন করা ও যথাপ্রয়োজন সাড়াদানের দক্ষতা প্রদর্শনপূর্বক তাহার সহিত আস্থাশীল সম্পর্ক (trusted relationship) প্রতিষ্ঠাসহ মনো-সামাজিক সেবা প্রদান করিবেন।

(খ) ধারা ৬ এর অধীন প্রবেশন আদেশ মঞ্জুর উপযোগী মামলার বিচার কার্য সম্পর্কীয় রেকর্ড পত্রাদি পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিবে;

(গ) ধারা ৬ এর অধীন প্রবেশন আদেশ মঞ্জুরের লক্ষ্যে ধারা ৯ অনুসারে আদালতে আবেদন দাখিল করিবে;

(ঘ)ধারা ৭ এর অধীন শিশুর প্রবেশন আদেশ মঞ্জুরের লক্ষ্যে ধারা ৯ অনুসারে আদালতে আবেদন দাখিল করিবে;

(ঙ) আদালতে, ক্ষেত্রমত, প্রাকদণ্ডাদেশ- প্রতিবেদন ও চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল করিবে;

(চ) তাহার অধীন এলাকার প্রবেশনারের তালিকা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রস্তুতসহ মাসিক প্রতিবেদন ক্ষেত্রমত, বোর্ড ও অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবে;

(ছ) প্রবেশন অফিসার তাহার অধীন এলাকার প্রত্যেক প্রবেশনারের জন্য পৃথক নথি সংরক্ষণ করিবে;

(জ) প্রবেশনারকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক শারীরিক, মানসিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনাক্রমে তাহার প্রবেশনকাল ও প্রবেশন পরবর্তীকালের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে;

(ঝ) প্রবেশনার কর্তৃক মুচলেকার শর্তাবলী প্রতিপালন সংক্রান্ত কর্মকান্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিদর্শন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ করিবে এবং অগ্রগতির প্রতিবেদন, ক্ষেত্রমত, আদালত, বোর্ড এবং অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবে;

(ঞ) সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির সহায়তায় প্রবেশনারের জন্য উপযোগী কারিগরী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও যথাযথ কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে;

(ট) 'কমিউনিটি সার্ভিস' এর আদেশাধীন ব্যক্তির কমিউনিটি সার্ভিসের ব্যবস্থা করিবে;

(ঠ) ক্ষেত্রমত, ধারা ২৭ এর অধীন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রবেশনারকে পরিবীক্ষণ করিবে;

;এর অধীন শর্তাধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও শিশুর জন্য প্রযোজ্য দায়িত্ব পালন করিবে ৫ ধারা ,ক্ষেত্রমত (ড)

অভিযুক্ত ব্যক্তি অথবা শিশুর মামলার অবস্থা সম (ঢ)্পর্কে সংশ্লিষ্ট কোর্ট ইন্সপেকটর এর নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিবে ; এবং

(ণ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

১৮। প্রবেশন বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা।) ―১স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রত্যেক থান (ায় সাবএমন ,ইনস্পেক্টর এর নিম্নে নহে- একজন কর্মকর্তাকে প্রবেশন বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

১৯। প্রবেশন বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য।প্রবেশন আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা শিশু প্রবেশন (ক) – মঞ্জুরের শর্ত লঙ্ঘন করিয়া পুনঃঅপরাধ করিলে তাহার তথ্য প্রবেশন কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন ;

অভিযুক্ত ব্যক্তি অথবা শিশুর মামলার অবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট (খ)প্রবেশন বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা প্রবেশন কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন;

অভিযুক্ত ব্যক্তি অথবা শিশু (গ) পূর্বে অভিযুক্ত হওয়ার অথবা ইতোপূর্বে অন্য কোন মামলায় দন্ডপ্রাপ্ত অথবা আটক আদেশপ্রাপ্ত হইয়া থাকিলেসেই তথ্য প্রবেশন অফিসারকে অবহিত করিবে ,ন;

প্রবেশন (ঘ)আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা শিশু প্রবেশন মঞ্জুরের শর্ত লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিলে তাহাকে অনুসন্ধানে প্রবেশন অফিসারকে সহায়তা করিবেন ;

প্রবেশনপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা শিশুর বিষয়ে পৃথক নথিতে তথ্য সংরক্ষণ করিবে (ঙ)ন ;

অনুসৃত ১৪ এর ধারা ২০১৩ শিশুর ক্ষেত্রে শিশু আইন (চ)হইবে ;এবং

বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে (ছ)ন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রবেশন বোর্ড এবং উহার কার্যাবলী ইত্যাদি

২০। প্রবেশন বোর্ড এবং উহার কার্যাবলী ।-এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'প্রবেশন বোর্ড' নামে ক্ষেত্রমত, জাতীয়, বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও শহর প্রবেশন বোর্ড গঠিত হইবে এবং 'প্রবেশন বোর্ড'এর কার্যাবলী নির্ধারিত হইবে ।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রবেশনার উন্নয়ন কেন্দ্র এবং প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান

২১। প্রবেশনার উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও প্রত্যয়ন।–(১) সরকার, পরিবার বিচ্ছিন্ন বা পরিবারহীন ও নিরাশ্রয় প্রবেশনারের আবাসন, সংশোধন, উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিঙ্গভেদে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা , পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর প্রাসঙ্গিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া সরকার, যেকোনো সময়, উহার যেকোনো ইনস্টিটিউট অথবা প্রতিষ্ঠানকে প্রবেশনারের আবাসন, সংশোধন, উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে উপযুক্ত মর্মে প্রত্যয়ন করিতে পারিবে।

(৩) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত অথবা ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার নিমিত্ত নীতিমালা প্রণয়ন অথবা, সময় সময়, পরিপত্র জারি করিবে।

২২। বেসরকারি উদ্যোগে প্রত্যয়িত প্রবেশনার উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।– (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথবা সংস্থাকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অথবা নীতিমালার আলোকে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যয়িত প্রবেশনার উন্নয়ন কেন্দ্র হিসাবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করিবার লক্ষ্যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে, অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অথবা নীতিমালার আলোকে উপধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রবেশনারের ভরণ-পোষণের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।

২৩। বৈধ প্রত্যয়নপত্র ব্যতীত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দণ্ড।- বৈধ প্রত্যয়নপত্র ব্যতীত ধারা ২১ এ উল্লিখিত কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্ত পূরণ করিতে ব্যর্থ কোনো প্রত্যয়িত প্রবেশনার উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালনা অব্যাহত রাখা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিক, পরিচালক অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

২৪। প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রবেশনারের পরিচর্যার ন্যূনতম মানদণ্ড ,অন্য প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর ,প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন , -সরকারের প্রত্যয়নপত্র প্রত্যাহারের ক্ষমতা ইত্যাদি।এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত প্রবেশনারের বিষয়ে অধিদপ্তরকে অবহিতকরণসরকার অথবা উহার প্রতিনিধি কর্তৃক ,প্রবেশনারের পরিচর্যার ন্যূনতম মানদণ্ড , সরকারের প্রত্যয়নপত্র প্রত্যাহারের ,অন্য প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর ,প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনক্ষমতা ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তথ্য সংরক্ষণ, যাচাই, সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন কার্যক্রম

২৫। তথ্য সংরক্ষণ।-(১) অধিদপ্তর, প্রবেশনারের তালিকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি উপযুক্ত সফটওয়্যার তৈরি ও তথ্যভান্ডার (database) সংরক্ষণসহ ব্যবহার উপযোগী উপায়ে হালনাগাদকরণের ব্যবস্থা করিবে।

(২) প্রবেশন কার্যালয়সমূহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রিসোর্স ডিরেক্টরী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবে।

২৬। যাচাই ও পরিকল্পনা।– প্রবেশন অফিসার প্রবেশনারকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক শারীরিক, মানসিক ও আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনাপূর্বক তাহার প্রবেশনকাল ও প্রবেশন পরবর্তীকালের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

২৭। পরিদর্শন, মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ, ইত্যাদি।- (১) প্রবেশন অফিসার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রবেশনারের কর্মকান্ড পরিদর্শন, মূল্যায়ন ও ক্ষেত্রমত, আদালতের নির্দেশক্রমে পরিবীক্ষণ করিবে এবং অগ্রগতির প্রতিবেদন, ক্ষেত্রমত, আদালত, বোর্ড এবং অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবে;

(২) অধিদপ্তর প্রবেশনারের গতিবিধি ও কর্মকান্ড পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে জিপিএস, বেতার তরঙ্গ (Radio frequency), গতিবিধি অনুসরণকরণ যন্ত্র (Tracking device), ব্রেসলেট, ফেস রিকগনিশন ডিভাইস, ক্লোজড্ সার্কিট ক্যামেরা, পরিদর্শন সফটওয়্যারের ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৮। 'অপরাধী ব্যক্তি ও দোষী সাব্যস্ত শিশুর সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি' গঠন, তহবিল সংগ্রহ, ইত্যাদি।- (১) কারাগারে আটক অপরাধী ব্যক্তি, কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, প্রবেশনার এবং প্রবেশন মেয়াদ সম্পন্নকারী ব্যক্তি অথবা শিশুর সংশোধন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে The Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance, 1961 এর অধীন প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় একটি করিয়া 'অপরাধী ব্যক্তি ও দোষী সাব্যস্ত শিশুর সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি' গঠিত হইবে।

(২) 'অপরাধী ব্যক্তি ও দোষী সাব্যস্ত শিশুর সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি' এর রূপরেখা ও কর্মপরিধি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে গঠিত 'অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি' এই আইনের অধীন 'অপরাধী ব্যক্তি ও দোষী সাব্যস্ত শিশুর সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি' হিসাবে গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং আইন কার্যকরের পর হইতে এই নামে অভিহিত হইবে।

(৪) 'অপরাধী ব্যক্তি ও দোষী সাব্যস্ত শিশুর সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি' উহার ব্যয় নির্বাহকল্পে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা করিবে।

২৯। কর্মসংস্থান।-প্রবেশন অফিসার সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির সহায়তায় প্রবেশনারের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৩০। অপরাধ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম।- প্রবেশন অফিসার, তাহার তত্ত্বাবধানে তাহার অধীন এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপরাধ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করিবে এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বোর্ড'এর নিকট প্রেরণ করিবে।

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ

৩১। প্রশিক্ষণ।–সরকার, এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পরে বিজ্ঞ বিচারক, প্রবেশন অফিসার, পুলিশ কর্মকর্তা, আইনজীবী, অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং প্রবেশন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট দপ্তর অথবা সংস্থার ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।– সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৩। আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে সরকারের দায়িত্ব।– সরকার, এই আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং এতদবিষয়ে, প্রয়োজনে, নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

৩৪। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।- এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গাতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

৩৫। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) THE PROBATION OF OFFENDERS ORDINANCE, 1960 (ORDINANCE NO. XLV OF 1960 এতদ্বারা রহিত করা হইল;

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশ (ORDINANCE) এর অধীন যে সকল কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে তাহা এই আইনের অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

৩৬। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।-(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।